Avgvi †PZbv RvM‡e K‡e?

জন মার্টিন

আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগে অর্নাস পড়ি। আমার একজন প্রিয় শিক্ষক ড:সুলতানা জামান অনেকটা ধরে বেঁধেই আমাকে চাকরী দিল। উনি দশ হাজার বাচ্চার উপড় একটি গবেষনা করছিলেন । আমাকে রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট বানালেন। উপড়ি সুবিধা যে আমি যখন তখন তার বাড়ীতে কাজ করতে পারব, কম্পিউটার শিখতে পারব। এমন সুযোগ কে হাত ছাড়া করে? একদিকে পড়াশুনা , নাটক- আর সব শেষে ঐ রিসার্চের কাজ- দিনের ১৮ ঘন্টা কাটায় কাটায় বন্দি। বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষকদের সবাই আপা বলে ডাকতো। আমার ওটা পচ্ছন্দ হোত না। কারন শিক্ষকদের তো ভাই বলে সম্বোধন করি না। আমি আমার সকল মহিলা শিক্ষকদের 'ম্যাডাম' বলে সম্বোধন করতাম। সুলতানা ম্যাডাম থাকতো আমিনাবাদ কলোনীতে। উনি আমার ডিপার্টমেন্টের চেয়ারপারসান। উনার বাড়ীতেই আমাদের অফিস। চমৎকার করে সাজানো বাড়ী। দেয়াল ভর্তি ছবি। ম্যাডাম একদিন তার স্বামীর সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন । "উনি তোমার জামান আংকেল"। আমি হ্যালো বলতেই উনি হাত বাড়িয়ে বললেন, "হ্যালো ইয়ং ম্যান"।

আমি সময়ে অসময়ে অফিসে গিয়ে কাজ করতাম। তবে খেয়াল করতাম ম্যাডামের বাড়ীতে অনেক মানুষ আসতো আর আঙ্কেল তাদের সাথে মিটিং করতেন। মাঝে মাঝে দু একটা শব্দ কানে আসতো। বুঝতাম রাজনীতি নিয়ে কথা হচ্ছে। রাজনীতি নিয়ে আমার কোন কালেই মাথা ব্যাথা ছিল না। অতএব আমি আমার কাজ করতাম-ঐ রিসার্চ আর কম্পিউটার শেখা। কিন্তু বেশ কয়েকটি মিটিংয়ে বেশ কয়েকটি শব্দ আমার কানে বেশ তোলপাড় শুরু করল। দালাল, গোলাম আজম,রাজাকার-শব্দ গুলোর সাথে আমার এলার্জির মত সম্পর্ক। আমি সুলতানা ম্যাডামকে জিঞ্জেস করলাম যে আঙ্কেল কোন রাজনৈতিক দল করেন কিনা? উনার উত্তর শুনে আমি ভরকে গেলাম। "তোমার আঙ্কল মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টার কমান্ডার ছিলেন।'হোয়াট? উনি কর্নেল নুরুজ্জামান'? আমার চোখ তখন কপালে উঠে গ্যাছে। সুলতানা ম্যাডাম বললেন, 'হ্যা!তুমি জানো না'? আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। যে মানুষগুলো সম্পর্কে আমি এত পড়েছি, যে মানুষ গুলো এত সাহসের কাজ করেছে, সেই তাদের এক জনের বাড়ীতে আমি এতদিন ধরে আসছি অথচ টেরই পেলাম না? নিজেকে ভীষন বোকা মনে হচ্ছিল। আমি ঠিক করে ফেললাম সেদিনই তার সাথে কথা বলব। ইচ্ছা করেই অফিসে বসে রইলাম। কম্পিউটার নিয়ে ব্যস্ত রইলাম। ম্যাডামের বাসায় এমনও সময় গ্যাছে টানা ১১-১২ ঘন্টা কাজ করেছি। প্রতিদিন রাত ১০-১১টা পর্যন্ত কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকতাম । অতএব জামান আঙ্কেল এর সাথে কথা বলা কোন ব্যাপারই নয়। সেদিন জামান আঙ্কেল এর সাথে ডিনার খেতে খেতে কথা বললাম। আমি আমার নাটকের কথা বলার সাথে সাথেই বললেন "তোমাদের নাটকগুলো আমি দেখেছি"। তার মানে উনি আমাকে চেনেন। ভাবতেই যেন কেমন শিহরন লাগলো। আমি তখন টগবগে তরুণ। রাস্তা ঘাটে স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়ে নাটক করছি। মনে হোত গোলাম আজমকে 'সাইজ' করা কোন ব্যাপারই নয়। একদিন জামান আঙ্কেলকে চ্যালেঞ্জ করে বললাম "আপনি ট্রেনিং দিলে আমি ১০ জন ছেলে জোগাড় করব। যারা গোলাম আজমকে 'সাইজ' করে তবে ঘরে ফিরবে'। আঙ্কেল হেসে বললেন,'ইয়ং ম্যান, গোলাম আজম তো একজন নয়? কতজন গোলাম আজমকে টার্গেট করবে? '। জামান আঙ্কেল খেতে খেতে বললেন, "স্বাধীনতা বিরোধীদের মেরে ফেলা আসল নয়। ওদের বিরুদ্ধে যদি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে দাড় করানো যায় তাহলে আমাদের আর কিছু করার দরকার নেই'। উনি বললেন যে একটি নতুন সংগঠন তৈরী করবেন-যার নাম দিবেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশ কেন্দ্র। আমি সেদিন খুব হেসে ছিলাম । এটা একটা নাম হোল? জামান আঙ্কেল বললেন "মুক্তি যুদ্ধের চেতনাটা নেই বলেই যত সমস্যা"।

এই চেতনা বিকাশ কেন্দ্র থেকে প্রস্তুতি চলছিল 'একাত্তরের ঘাতক দালালেরা কে কোথায়' বইটি প্রস্তুতির পরিকল্পনা। আমার কান এবার আরো খাড়া হয়ে গেল । এখন অফিসে যাওয়ার উদ্দেশ্য পালটে গেল। আমি এখন অফিসে রাত ৮টার দিকে যাওয়া শুরু করলাম। কারন তখনই ঐ সব গরম গরম আলোচনা শুরু হয়। আমি অফিসের দরজা একটু খুলে রাখতাম। যেন কোন কথা মিস না করি। চোখ কম্পিউটারে আর কান ঐ মিটিং এ। জাহানারা ইমাম থেকে শুরু করে এমন অনেকজনকে দেখেছি -যারা মানুষদের একত্রিত করেছিল মুক্তিযুদ্ধের শক্তির পক্ষে। আমাদের অফিসে টাইপ করতো বাবলু বাবু। উনি টাইপ করলে মনে হোত কী-বোর্ডে ঝড় উঠেছে। জামান আঙ্কেল বাবলু বাবুকে দিয়ে বেশ কিছু ইংরেজী পান্ডুলিপি টাইপ করাতেন। আমার আগ্রহ বাড়ল। আঙ্কেল কে জিঞ্জেস করলাম । উনি বললেন যে একাত্তরের ঘাতক ও দালালেরা কে কোথায় বইটির ইংরেজী সংস্করন বাবলুবাবু টাইপ করছেন। আমার হৃদপিন্ডের গতি বেড়ে গেল। কারন ঐ সব ফাইল আমি ব্যাকআপ করতাম বড় বড় বার্নুলী বক্সে । একসময় জামান আঙ্কেল ঐ ফাইল গুলো নিয়ে সমস্যায় পড়লেন। কারন ঐ গুলো টাইপ করা হয়ে ছিল আই বি এম মেশিনের ৩.১ ডস এর ভার্সান এর ওয়ার্ড প্রসেসরে। কিন্তু তখন প্রেসে ছাপানোর জন্য ম্যাকেনটস হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। আজকের মত তখন ম্যাকেনটস আই বি এম এর ফাইল সরাসরি পড়তে পারতো না । কি করা যায়? এত বড় পান্ডুলিপি আবার নতুন করে ম্যাকেনটসে টাইপ করার সময় নেই। জামান আঙ্কেল জানতো আমি সারাক্ষন কম্পিউটার নিয়ে নাড়া চাড়া করি। অতএব হয়ত আমার কাছে কোন সমাধান আছে। আমি আমার সব বন্ধু বান্ধবদের কাছে জিঞ্জেস করলাম । গেলাম আইসিডিডিআরবি-র সব বাঘা বাঘা কম্পিউটার প্রোগ্রামারদের কাছে। নাহ! কোথাও কোন সমাধান নেই। হঠাৎ এক বন্ধু বলল যে সম্ভবত ম্যাক টু কমিপউটারে এই ফাইল ট্রান্সফারের সুবিধা আছে। জানালাম জামান আঙ্কেলকে। উনি দু'দিনের মাথায় জানালেন ওটা ঢাকার সচিবালয়ে আছে। সচিবালয়ে গিয়ে ঘাতক দালালদের ফাইল ট্রান্সফার করব? অসম্ভব ধরা পড়লে কি হবে? কারন তখন দেশে দালালদের রাজনৈতিক ভাবে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। এই এতগুলো বছরে প্রথম জামান আঙ্কেলকে সমর কৌশলে দেখলাম। উনি আমাদের এই ফাইল ট্রান্সফারের প্ল্যান বলে দিলেন। আমরা তিনজন সচিবালয়ে যাব। জামান আঙ্কেল, আমার বন্ধু সুজন এবং আমি। জামান আঙ্কেল এপয়ন্টমেন্ট ঠিক করে রাখবেন । ওখানে যাবার একটা উদ্দেশ্য ঠিক করা হোল। আমাদের উদ্দেশ্য ম্যাকেনটস কম্পিউটার দেখা। কারন ওটা আমরা আমাদের অফিসের জন্য কিনতে চাই। আমাদের রিসার্চের ফাইল ট্রান্সফার করব। আমি দুই সেট ফ্লপিতে দুই ধরনের ফাইল নিয়ে নিলাম। প্রথম সেটে রিসার্চের অপ্রয়োজনীয় ফাইল এবং অন্য সেটে ঘাতক দালালদের ফাইল। সকল পরিকল্পনা চুড়ান্ত করা হোল। সুজনকে কোন তথ্য দেওয়া হলো না। ও কেবল জানে কিছু ফাইল কনভার্ট করা হবে। ও কম্পিউটারের গুরু। আমি সাথে ওকে নিয়ে যাচ্ছি আমার ব্যাক-আপ হিসাবে। সে দিন রাতে আমার ঘুম হয়নি। মনে কত রকম আশংকা আর শিহরণ। যদি ধরা পড়ে যাই। মনে পড়ল মুক্তি যোদ্ধা মাহবুবের কথা। একটু একটু করে এক্সপ্লোসিভ ডি আইটিতে নিয়ে জমিয়ে একদিন টিভি এন্টেনা উড়িয়ে দিয়েছিল। আমার সাহস জামান আঙ্কেল।

পরদিন আমি আর সুজন সকাল সাতটায় আমিনাবাদ গিয়ে হাজির। জামান আঙ্কেল তার স্মার্ট হাসি দিয়ে প্রশ্ন করল, "ইয়ং ম্যান -রেডী"? এবার মনে হয় সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। আমরা রওয়ানা হলাম। সচিবালয়ে পৌছালাম। গেটে প্রশ্ন করতেই জামান আংকেল গেট পাশ বের করে দেখালেন। আমরা সোজা ভিতরে ঢুকে গেলাম। দুই তিনটা গেট পার হয়ে আমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেটা একে বারে ভিতরে আলাদা ঘরে- যেখানে নতুন ম্যাকেনটস কম্পিউটার রাখা হয়েছে। সেই সময়ে কম্পিউটার বেশ যত্নে রাখা হোত- যেন কোন ধুলা না পড়ে, ঘর যেন বেশী গরম না হয়। আমি কম্পিউটার রুম দেখছিলাম আর ভাবছিলাম ধরা পড়লে দৌড়ে পালানো যাবে কিনা? সেই সম্ভাবনা একেবারেই নেই। সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তা খুব আন্তরিক ভাবে আমাদের তিনজনকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। চা খাওয়ালেন। এবার আসল সময় উপস্থিত। কখন কম্পিউটারটা অন করতে পারব ? জামান আঙ্কেলই ব্যবস্থা করে দিলেন। অফিসারকে নিয়ে দরজার তালা খুলে আমাদের নিয়ে কম্পিউটার রুমে গেলেন । আমরা কম্পিউটার এর সামনে বসলাম। জামান আঙ্কেল এবং ঐ কর্মকর্তা আমাদের ঘাড়ের উপড়

দাড়িয়ে আছে। আমরা কম্পিউটার অন করলাম। শুরু করলাম অপ্রয়োজনীয় ডাটা দিয়ে। টেষ্ট করে বোঝা গেল কাজ হবে। এবার আমি উসখুস করা শুরু করলাম। কারন পিঠের পিছনে দাড়িয়ে থাকলে কাজ করা যাবেনা। নির্ঘাত ধরা খাব। জামান আঙ্কেল বিষয়টি বুঝেছিল। হুট করে ঐ কর্মকর্তাকে চা খাওয়ার নামকরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। আমরা নিশ্চিন্তে ফাইল খুলে নতুন করে সেভ করলাম। প্রতিটি ফাইল চ্যাপটার অনুযায়ী সেভ করা ছিল। তাই একটি একটি করে কাজটি করতে হয়েছে। মনে হয় ১০-২০ মিনিট সময় লেগেছিল । আর ঐ ২০ মিনিট মনে হয় যুদ্ধক্ষেত্রের মাইন ফিল্ডে বসে ছিলাম। কাজ শেষ। অপারেশন অভার। যত তাড়াতাড়ি সচিবালয় ছাড়া যায় ততই মংগল। গাড়ীতে ঢুকে সোজা আমিনাবাদ কলোনীতে চলে আসলাম। জামান আঙ্কেল বললেন "ওয়েল ডান বয়েস"।

এই মানুষটিকে পাঁচটি বছর অনেক কাছ থেকে দেখেছি। কখনও তাকে ঘরের কাপড় পড়ে থাকতে দেখিনি। সব সময় প্রেজেন্টেব্যাল। সকাল ৯টায় গেলে দেখতাম সার্ট প্যান্ট পড়ে মুখে পাইপ দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। নিজে এক সময় একটা পত্রিকাও বের করলেন। ঐ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের জন্য। তার বাড়ী ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কত উত্তপ্ত মিটিং হয়েছে। হয়েছে তর্ক বিতর্ক প্ল্যান। আমি এক সময় তাকে জিঞ্জেস করে ছিলাম, "আঙ্কেল, আপনি ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি হন না কেন'? জামান আঙ্কেল এর সহজ উত্তর,'যুদ্ধ করার দ্বায়িত্বটা আমাদের। দেশ চালানোর দ্বায়িত্বটা তোমাদের'। জামান আঙ্কেলের মুখে কত মজার মজার গল্প শুনেছি। তাকে কিভাবে রাজনৈতিক দল গুলো "টোপ" গিলাতে চাচ্ছিল। কি কি লোভনীয় প্রস্তাব দিচ্ছিল। কিন্তু মানুষটি নিজেকে সত্যিকারের যোদ্ধাই মনে করেছিলেন, নেতা মনে করেননি।

আমি মুক্তিযুদ্ধের নাটক 'ঘুম নেই' নির্দেশনা দিয়েছি। আমাদের প্রথম প্রদর্শণীতে সুলতানা ম্যাডাম, জামান আঙ্কেল,বাদল ভাই, নায়লা আপা,সহ আরো অনেক মুক্তি যোদ্ধাদের নিমন্ত্রন জানিয়ে ছিলাম। এদের অনেকের ঘটনা এই নাটকে ছিল। আমার নাটক শেষে জামান আঙ্কেল বলেছিল " এই যে তুমি নাটকটি করার চিন্তা করেছ- এটাই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। এই রকম চেতনাটা আমাদের ছড়াতে হবে সবার মাঝে'। এই মানুষটি কেবল দেশ স্বাধীন করেই তার কাজ শেষ করেন নি । মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের কাজটি করে গেছেন। এক জীবনে এক জন মানুষ কত কিছু করতে পারেন? এই অসম্ভব বড় মাপের মানুষটির মৃত্যুতে আমি শোকাহত নই। আমি উচ্চস্বরে উচ্চারন করতে চাই এই সম্পূর্ন পরিপূর্ন মানুষটি আমাদের অনেকের চেতনা হয়ে বেঁচে থাকুক।

পুণশ্চ: *কর্নেল নুরুজ্জামানের মৃত্যু সংবাদ শুনে কয়েকদিন আমার এই কথা গুলোই মনে হচ্ছিল। নিজের স্মৃতির সাথে নিজে কথা বলেছি প্রতিদিন। ভেবেছি এগুলো কেবলই আমার সম্পদ! সুলতানা ম্যাডাম আর আমার জন্মদিন একই দিনে। প্রতি বছর এই দিনে তাকে আমি জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাই। ম্যাডামের বিয়ের পর এই প্রথম তিনি একা তার জন্মদিন পালন করলেন। আমি জানতাম উনি আমার টেলিফোনের জন্য অপেক্ষা করবেন। প্রতি বছরের মত তাকে ফোন করলাম। ধরা গলায় উনাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালাম। সুলতানা ম্যাডাম জিঞ্জেস করলেন,'মানুষ মরে গেলে কোথায় যায়'? আমি তখন উত্তর দিতে পারিনি। কিন্তু এই লেখাটা লেখার পর আমি এর উত্তর পেয়েছি। 'ম্যাডাম, মানুষ মরে গেলে মানুষের মনেই বেঁচে থাকে। এই যেমন জামান আংকেলকে নিয়ে আমরা ভাবছি, কথা বলছি'। জামান আংকেল বেঁচে থাকুক আমাদের চেতনায়।*

জন মার্টিন
প্রবাসী মনোবিজ্ঞানী
probashimartins@gmail.com